Philosophical Foundation of Education

As per UG syllabus w. e. f session 2023-24

University of Kalyani

1st semester (EDU-M-T-1)

Prepared by

SupriyaBhattacharjee

SACT in Education

Chakdaha College

University of kalyani

বিদ্যালয়ের ধারণা দাও। বিদ্যালয়ের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর আদিম যুগে মানুষের জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। কিন্তু ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার প্রণালী জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন হল। এই কৌশলগুলি শিশুদের শেখানোর প্রয়োজন দেখা দিল। শিক্ষা আর পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। এভাবেই কালানুক্রমে সূচনা হল বিদ্যালয় (School) -এর। সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে 'বিদ্যা'। বিদ্যার আলয় বা গৃহ হিসেবে তৈরি হল বিদ্যালয়। ইংরেজিতে বিদ্যালয়ের প্রতিশব্দ হল School। এই শব্দটি গ্রিক শব্দ 'skhole' থেকে এসেছে যার অর্থ হল 'অবসর সময়কালীন তত্ত্বমূলক আলোচনা' (A scholarly discussion held in spare time)। কার্টার গুড (Carter Good) শিক্ষা অভিধানে বিদ্যালয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-এক বা একাধিক শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা প্রধান, নির্দেশনার জন্য বিভিন্ন নিরীক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর পরিচালনায় নির্দিষ্ট আসবাবপত্র যুক্ত বাসগৃহে নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুশীলনরত ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হল বিদ্যালয়

(School is an organised group of pupil pursuing defined studies at defined levels and receiving instruction from one or more teachers frequently with the addi-tions of other employees such as principal, various supervisor of instruction and a staff of maintenance workers usually housed in a simple building or a group of buildings) |বিদ্যালয় সমাজে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করে। আধুনিককালে শিক্ষালয়কে সামাজিক বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিদ্যালয়ের কার্যাবলি (Functions of School) বিদ্যালয়ের কার্যাবলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যাবলি, সমাজকেন্দ্রিক কার্যাবলি। এই দুই প্রকার কার্যাবলি নীচে আলোচনা করা হল-

- **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যাবলি (Learner-centered Activities):** শিশু যখন প্রথম গৃহ থেকে বিদ্যালয়ে আসে তখন সে দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি সবদিক থেকেই অপরিণত থাকে। এই অপরিণত শিশু ধীরে ধীরে আঠারো বছর পেরিয়ে পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার্থীর এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিদ্যালয় যে ভূমিকাগুলি গ্রহণ করে সেগুলি হল-

i. বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা (Help in intellectual development): বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় বিস্ফোরণ ঘটেছে। ফলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীকে আধুনিককালের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে বিদ্যালয়।শ্রেনিকক্ষ, পরীক্ষাগার, পাঠাগার প্রভৃতি স্থানে শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটায় বিদ্যালয়।

ii. ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Developmnet of personality): শিশুর অন্তর্নিহিত

সম্ভাবনাগুলির পূর্ণভাবে বিকাশসাধন করাই হল বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দৈহিক স্বাস্থ্য সুগঠিত করার পাশাপাশি তার মানসিক শক্তির বিকাশ এবং প্রাক্ষোভিক সুষম সংহতি নিয়ে আসে বিদ্যালয়।

iii. শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational guidance): বর্তমানে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসে বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক নির্দেশনা দান করে ভবিষ্যতে চলার পথ সুগম করে দেয় এবং তার জ্ঞানমূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

iv. বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational guidance): শিক্ষার্থীকে শিক্ষামূলক নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিয়েও বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর জীবনকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি যাতে ভবিষ্যতে জীবিকা অর্জনে সমর্থ হয় এবং সামাজিক উন্নয়নে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য সদাসচেষ্ট থাকে বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয় বৃত্তিশিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি বৃত্তিশিক্ষা অর্জনের জন্য যে ন্যূনতম সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন তারও আয়োজন করে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সঞ্চালন করে।

v. সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ (Development of creativity): শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সৃজনক্ষমতা আছে তার বিকাশ ও পরিপালনে সাহায্য করে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্নরকম সৃজনাত্মক কার্যাবলি বিশেষত সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনক্ষমতার বিকাশসাধন হয়।

vi. পাঠদান ও মূল্যায়ন (Teaching and evaluation): বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়সূচি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে থাকে এবং শিক্ষার্থীরা কতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারল তার পরিমাপ করা হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে। এটি বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

vii. নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ (Development of morality and character): বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা মানতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে এসেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে

নৈতিকতাবোধ গড়ে ওঠে। সে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য করতে পারে এবং আদর্শ চরিত্র ও জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠে।

• সমাজকেন্দ্রিক কার্যাবলি (Society-centered Activities):

শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর জীবনেই নয়, সমাজকেও সুন্দররূপে গড়ে তুলতে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করে। আজকের শিশুই হল ভবিষ্যৎ-এর নাগরিক এবং ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে এরাই হল মূল কর্ণধার। একটি আদর্শ সমাজ গঠনে বিদ্যালয় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি পালন করে, তা হল-

i. সামাজিকীকরণ (Socialisation): প্রত্যেক সমাজের কতগুলি নিয়মনীতি, আচার-আচরণ, প্রচলিত প্রথা ও মূল্যবোধ রয়েছে। সমাজে থাকতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এগুলি মেনে চলতে হয় এবং এভাবেই তার সামাজিকীকরণঘটে। এই সামাজিকীকরণের শিক্ষা দেওয়াও বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ii. কৃষ্টির সংরক্ষণ (Preservation of culture): বিদ্যালয় পূর্বার্জিত কৃষ্টিকে সংরক্ষিত করতে সাহায্য করে। সমাজের সুষ্ঠু বিকাশে কৃষ্টির বিশেষ ভূমিকা আছে। অতীতের কৃষ্টি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বিদ্যালয় সমাজের এই কৃষ্টিকে সংরক্ষিত করে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

iii. কৃষ্টির উন্নয়ন (Development of culture): বিদ্যালয় যে শুধু কৃষ্টির সংরক্ষণ করে তাই নয়, পুরাতন কৃষ্টির মধ্যে সংস্কারসাধন করে নতুন নতুন কৃষ্টির উপাদান সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রগতিতেও সহায়তা করে। তাই শিক্ষাবিদ ক্যান্ডাল (Kandal) বলেছেন, "The school exists to accelerate the impact of the essential aspects of the culture which prevails in the society.” অর্থাৎ, সামাজিক কৃষ্টির প্রয়োজনীয় দিকগুলির প্রভাবকে ত্বরান্বিত করার জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

iv. কৃষ্টির সঞ্চালন (Transfer of culture): বিদ্যালয় কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে কৃষ্টির সঞ্চালনের দায়িত্বও পালন করে। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির সঞ্চালনের মধ্য দিয়েই পরবর্তী প্রজন্মের

কাছে কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সঞ্চালিত হয়। এভাবেই যুগে যুগে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে কৃষ্টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই সঞ্চালিত হয়ে চলেছে।

v. গণতান্ত্রিক বোধের উন্মেষ (Development of democratic understanding): ভারতবর্ষ হল গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিকতা-বোধের আদর্শ গড়ে তোলে বিদ্যালয়। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেগুলি সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা দেওয়াও বিদ্যালয়ের কাজ।

vi. সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা (Keeping sound relation to the society): পরিবার থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সমাজের সঙ্গে এই সুসম্পর্ক বজায় রাখাও বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা কাজ।